গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে আয়োজিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: মোঃ আইয়ুব হোসেন, পরিচালক (চ: দা:), ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর।
স্থান	: পরিচালক (চ:দা:) এর অফিস কক্ষ।
তারিখ	: ২৯/১২/২০২১
সময়	: বিকাল ৩:০০ ঘটিকা।

সভার সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগতম জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

সভাপতি বলেন বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের সকলকে প্রস্তুত করার কোন বিকল্প নেই এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে তথ্য প্রযুক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্তমানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব চলমান রয়েছে, এ বিষয়ে কি করণীয় তার আলোকপাত করেন এবং তিনি উপপরিচলক জনাব আসরাফ হোসেন কে বিষদভাবে এ বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য বলেন।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব আসরাফ হোসেন বলেন বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তির আওতায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে দুইটি সভা আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এর অংশ হিসেবে আজকের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তৃতীয় শিল্পবিপ্লব শেষ হয়ে এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শুরু হয়ে গেছে । বর্তমানে প্রচলিত মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, অনলাইনে কেনাকাটা, ড্রাইভারবিহীন গাড়ি, রোবোটিক্স ইত্যাদি চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফসল। অতীতে ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ম্যানুয়ালী কাজ করা হত ফলে উৎপাদনের হার ছিল তুলনামূলক কম, বর্তমানে অটোমেশন প্রযুক্তির আগমনের ফলে ঔষধের উৎপাদনের হার পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মেশিনসমূহে সেন্সর থাকায় অটোমেটিকভাবে ত্রুটিযুক্ত প্রোডাক্ট সরিয়ে ফেলে, এতে করে ঔষধের গুনগত মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্প কারখানায় অটোমেশন এর ব্যবহার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফসল।
বর্তমানে ই-নথির মাধ্যমে অনেক সরকারি কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে, ই-নথির মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোন স্থান হতে অফিসিয়াল নথি নিষ্পত্তি করা সম্ভব।
ঔষধ শিল্পের ভবিষ্যৎ বায়োটেকনোলজি নির্ভর হবে, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত না হলে ভবিষ্যতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হবেনা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে আমাদের জীবনযাত্রা সহজ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আমাদের সবাইকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে সবকিছুতে অটোমেশন যুক্ত হবে এতে করে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, সুতরাং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সবাইকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের কোন বিকল্প নেই। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে নিম্নবর্ণিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।
১। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে অনেক নতুন ধরণের কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হবে, নতুন সৃষ্ট কর্মের যোগ্য হিসেবে সবাইকে প্রস্তুত করা।
২। ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৩। 'কম-দক্ষতা স্বল্প-বেতন' বনাম 'উচ্চ-দক্ষতা উন্নত-বেতন' কাঠামোর কারণে সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে।

সভাপতি বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি উপস্থিত সকলকে তাদের মতামত / বক্তব্য প্রদানের জন্য আহবান জানান।
উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাদের মতামত প্রদান এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	সভার সিদ্ধান্ত
১	এ বিষয়ে APA নির্দেশনা মোতাবেক সভার আয়োজন করা হবে।
২	চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
৩	ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অটোমেশন তথ্যের নিরাপত্তা বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

09.01.22.

মোঃ আইয়ুব হোসেন
পরিচালক (চ:দা:)
ও
ইনোভেশন অফিসার
ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঢাকা।